জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

সংখ্যা – মে ২০১০/০২

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র ,ঢাকা

সংবাদ শিরোনাম ঃ

* বিশ্ব সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য দিবসকে মানবাধিকারের সাথে যুক্ত করলেন জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞরা
* জাতিসংঘ যুদ্ধাপরাধ ট্রাইবুন্যাল সার্বিয় নেতার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার রায় বহাল রাখল
* স্কুলের বাইরে থাকা শিশুদের জন্য জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানালেন ইউনিসেফ প্রধান
* আঞ্চলিক অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য পদক্ষেপ পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে এশীয়-প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলের নেতাদের বৈঠক

বিশ্ব সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য দিবসকে মানবাধিকারের সাথে যুক্ত করলেন জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞরা

২০ মে– জাতিসংঘের একদল মানবাধিকার বিশেষজ্ঞ আজ বলেন ব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন আর সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে রক্ষা করা একে অন্যের পরিপূরক। তবে তারা সতর্ক করে দিয়ে বলেন যে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে মানবাধিকার লংঘনের জন্য ব্যবহার করা উচিত নয়।

‘সংলাপ ও উন্নয়নের জন্য বিশ্ব সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য দিবস’ উপলক্ষে প্রদত্ত এক যৌথ বিবৃতিতে দলটি বলে “ মৌলিক স্বাধীনতা ও মানবাধিকার রক্ষিত হয় এমন পরিবেশেই কেবল সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য বিকশিত হতে পারে।” এ দিবসে বৈষম্য থেকে মুক্তি, ভাবপ্রকাশের ও তথ্য এবং যোগাযোগের স্বাধীনতার ওপর আলোকপাত করা হয়।

দলটি সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও সাংস্কৃতিক অধিকার ভোগের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে সদস্য রাষ্ট্রদের যে দায় দায়িত্ব রয়েছে তা স্মরণ করিয়ে দেয়। দলটি জেনেভা-ভিত্তিক মানবাধিকার কাউন্সিলের কাছে তাদের মতামত পেশ করে।

বিবৃতিতে বলা হয় “নাগরিক বা নৃতাত্বিক, ধর্মীয় এবং ভাষাগত সংখ্যালঘু এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মানুষ ও আদিবাসী জনগণসহ সকলের নিজেকে প্রকাশ করার অধিকার রয়েছে।”

এর মধ্যে রয়েছে তাদের পছন্দীয় ভাষায় তাদের কাজ সৃষ্টি ও বিতরণ; তাদের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের প্রতি সম্পূর্ণ সম্মান রেখে মানসম্মত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভের সুযোগ প্রদান; মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি সম্মান রেখে তাদের পছন্দনীয় সাংস্কৃতিক জীবনে অংশগ্রহণ এবং তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক কর্মকা অনুশীলন করা।

মানবাধিকারের সর্বজনীনতা, অবিভাজ্যতা এবং পরস্পর নির্ভরশীলতা বিরোধী কোন ধরনের পৃথককরণ এবং ক্ষতিকর ঐতিহ্যবাহী প্রথাকে সমর্থনের জন্য সাংস্কৃতিক বৈচিত্রকে ব্যবহার করা উচিত নয়।

“মানবাধিকারের সর্বজনীন মুল্যবোধ সকল সংস্কৃতির মানুষের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরির জন্য ব্যবহৃত হওয়া উচিত এবং তা কোন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রথার অধীন হওয়া উচিত নয়।”

আগামীকাল ‘সংলাপ ও উন্নয়নের জন্য বিশ্ব সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য দিবস’ আনুষ্ঠানিকভাবে পালিত হবে।

জাতিসংঘ যুদ্ধাপরাধ ট্রাইবুন্যাল সার্বিয় নেতার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার রায় বহাল রাখল

১৯ মে– জাতিসংঘের যে ট্রাইবুন্যালে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধের জন্য ‘সার্ব রেডিকাল পার্টি’র নেতার বিচার কার্য

চলছে, সেই আদালত আজ আদালত অবমাননার জন্য দোষী সাব্যস্ত করে তার বিরুদ্ধে যে রায় প্রদান করা হয়েছিল তা বহাল রাখে এবং ১১জন সুরক্ষিত স্বাক্ষীর বিষয়ে তথ্য ফাঁস করার জন্য ১৫ মাসের কারাদণ্ড প্রদান করে।

প্রাক্তন যুগোস্লাভিয়া বিষয়ক আন্তর্জাতিক ফৌজদারী ট্রাইব্যুনালের (আইসিটিওয়াই) আপিল বিভাগ গত বছর ভোজিসলাভ সেসেলজের বিরুদ্ধে তার লেখা একটি বইয়ে স্বাক্ষীদের প্রকৃত নাম, পেশা এবং আবাসস্থলের নাম প্রকাশ করায় তাকে দোষী সাব্যস্ত করে যে রায় প্রদান করা হয় এবং শাস্তি দেয়া হয় তা বলবৎ রাখে এবং তার আপিলের আটটি ভিত্তিই খারিজ করে দেয়।

জনাব সেসেলজ বসনিয়া-হার্জেগোভিনিয়ার সারাজেভোতে ১৯৫৪ সালে জন্মগ্রহণ করে এবং বর্তমানে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ এবং যুদ্ধের আইন বা প্রথা ভঙ্গের ১৪টি অভিযোগে তার বিচার চলছে।

অন্য আরেকটি মামলায় আপিল আদালত প্রাক্তন যুগোস্লাভিয়ার মেসেডোনিয়া প্রজাতন্ত্রের (এফওয়াইআরওএম) প্রাক্তন পুলিশ অফিসার জোহান তারকুলোভস্কিকে ২০০১ সালে জাতিগত আলবেনিয়দের বিরুদ্ধে এক পুলিশী অভিযান পরিচালনার সময় অপরাধ সংগঠনের আদেশ প্রদান, পরিকল্পনা ও উস্কানি দেবার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করার রায় বহাল রাখে এবং ১২-বছরের কারাদণ্ড প্রদান করে। আপিল আদালত প্রাক্তন যুগোস্লাভিয়ার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী লজুব বসকোস্কিকে বেকসুর খালাস প্রদানের রায়ও বহাল রাখে।

তিনজন জাতিগত আলবেনীয় বেসামরিক নাগরিককে হত্যা, হিংস্র আনন্দে ১২টি ঘর ধ্বংস ও সম্পদ বিনষ্ট এবং ১২জন বেসামরিক জাতিগত আলবেনিয় নাগরিকের সাথে নিষ্ঠুর আচরনের জন্য দুই বছর আগে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। মামলার এক্তিয়ারভুক্ত ও তথ্যগত উভয় বিষয়ের ভিত্তিতে তার আপিলের সাতটি ভিত্তির সবগুলোই আপিল আদালত খারিজ করে দেয়।

স্কুলের বাইরে থাকা শিশুদের জন্য জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানালেন ইউনিসেফ প্রধান

১৮ মে- জাতিসংঘ শিশু তহবিলের (ইউনিসেফ) নতুন প্রধান প্রায় ৬ কোটি "ভুলে যাওয়া শিশু"র দুর্দশা লাঘবের জন্য আরো জোরালো প্রচেষ্টা গ্রহণের আহবান জানান, যারা বর্তমানে স্কুলে যেতে পারছে না। অথচ আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত ঐক্যমত অনুসারে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্য অর্জনের আর মাত্র পাঁচ বছর বাকী রয়েছে।

গতকাল সেনেগালের ডাকারে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে এ সংস্থার নির্বাহী পরিচালক অ্যান্থনী লেক বলেন সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে যথেষ্ট দ্রুততার সাথে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে না। ২০১৫ সালের মধ্যে যে লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য বিশ্ব নেতৃবৃন্দ ঐক্যমতে পৌঁছেছে সেই আটটি সহস্রাব্দ উন্নয়ন (এমডিজি) লক্ষ্যের মাত্র একটি হল প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য।

তিনি বলেন " দুঃখজনক বাস্তবতা হল যদি বর্তমান গতিতে অগ্রগতি অব্যাহত থাকে তাহলে ২০১৫ সাল নাগাদ প্রায় ৫ কোটি ৬০ লক্ষ শিশু স্কুলের বাইরে থেকে যাবে।" " এবং আরো দুঃখজনক হল এইসব শিশুদের কাছে পৌঁছানো সবচেয়ে কঠিন কাজ, তারা বসবাস করছে বিশ্বের সবচেয়ে দরিদ্র অঞ্চলে আর সেখানে পৌঁছাতে হলে সবচেয়ে বড় আর কঠিন বাধাগুলো অতিক্রম করতে হবে।"

লেক, যিনি এ মাসের গোড়ার দিকে এ পদে অধিষ্ঠিত হন, " ক্ষমতায়নে জেন্ডার-অন্তর্ভুক্তি: শিক্ষা ও সমতা" (যা "ই-ফোর" নামেও পরিচিত)-এর ওপর এক সভায় বক্তৃতা প্রদান করছিলেন। 'জাতিসংঘ বালিকা শিক্ষা উদ্যোগ'-এর (ইউএনজিইআই) ১০ম বর্ষ পুর্তিতে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে জেন্ডার ব্যবধান নিমুর্লের জন্য জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা ও অন্যান্যরা এতে অংশগ্রহণ করে।

তিনি বলেন, সমাজের সবচেয়ে দরিদ্র ২০ শতাংশ জনগোষ্ঠীর (যাকে বলা হচ্ছে 'পঞ্চম কুইন্টেল') শিশুদের সমাজের সবচেয়ে ধনী গোষ্ঠীর শিশুদের তুলনায় প্রাথমিক স্কুলে অধ্যয়নের সম্ভাবনা অত্যন্ত কম।

গ্রামের দরিদ্র্য পরিবারের মেয়েরাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাথমিক স্কুলে পড়া থেকে বঞ্চিত হয়। অন্যদিকে আদিবাসী ও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর শিশুরা এবং প্রতিবন্ধী শিশুরা স্কুলে যেতে বা সেখানে পড়াশোনা অব্যাহত রাখতে পারে না।

জনাব লেক জোর দিয়ে বলেন, "এরা হলো বিস্মৃত হয়ে যাওয়া শিশু, যারা তাদের সমাজে কেবল অর্থনৈতিক ও সামাজিক অসাম্যের কারণে প্রান্তিক অবস্থায় রয়েছে, কেবল দরিদ্র বা নারী হিসেবে বা ভুল জাতি বা রাষ্ট্রে জন্ম নেবার কারণে পিছিয়ে পড়েছে।"

প্রান্তিক অবস্থায় থাকা শিশুদের চাহিদাকে অবহেলা করা " নৈতিকভাবে অগ্রহণযোগ্য এবং কৌশলগত দিক থেকে অদুরদর্শীতার সামিল।"

ডাকার বৈঠকের অংশগ্রহণকারীরা শিক্ষা ও জেন্ডার সাম্যের জন্য তহবিল বাড়ানোর উপায় নিয়ে এবং সরকারসমূহকে তাদের জাতীয় শিক্ষা নীতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে উদ্বুদ্ধ করার উপায় নিয়ে আলোচনা করেন।

তবে ইউনিসেফের প্রধান বলেন, "কেবল শিক্ষার মাধ্যমে ক্ষমতায়ন সম্ভব নয়।" তিনি বলেন, বিভিন্ন রাষ্ট্র স্কুলে যাবার ক্ষেত্রে জেন্ডার সাম্য প্রতিষ্ঠায় অগ্রগতি অর্জন করলেও এর মাধ্যমে সমাজের সকল ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে ব্যর্থ হয়।"

তিনি বলেন, "এখন সময় এসেছে আমাদের প্রচেষ্টাকে আরো জোরদার করার এবং জেন্ডার সাম্যকে ছাড়িয়ে আরো বৃহত্তর এজেন্ডা নিয়ে এগিয়ে যাবার।"

আঞ্চলিক অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য পদক্ষেপ পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে এশীয়-প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলের নেতাদের বৈঠক

১৭ মে– জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুন এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের নেতৃবৃন্দের প্রতি তাদের দীর্ঘমেয়াদে অর্থনৈতিক ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার জন্য পরিবেশবান্ধব সমাধান অনুসন্ধানের জন্য নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণের আহবান জানান। কোরিয়া প্রজাতন্ত্রে আঞ্চলিক উন্নয়ন নীতিমালা পর্যালোচনার জন্য তারা মিলিত হয়েছেন।

কোরিয়ার শহর ইনচেয়নে অনুষ্ঠিত এশিয়া ও প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চল বিষয়ক জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন (এসক্যাপ)-এর বৈঠকের উচ্চ পর্যায়ের অধিবেশনে মহাসচিব বান কি মুন বলেন " পরিবেশ বান্ধব কৌশলের ওপর গুরুত্বারোপ করার এটাই সময়। এর অর্থ হল পুনরায় নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস, দুষণমুক্ত ও কম কার্বন নির্গমণকারী প্রযুক্তি, গণ ট্রানজিট, পুনরায় বনায়ন... আরো অনেক কিছু।"

নয়টি সহযোগী রাষ্ট্রসহ ৫৩টি আঞ্চলিক রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা আগামীকাল পর্যন্তপরিবেশ বান্ধব প্রবৃদ্ধি ও আর্থিক অবকাঠামো নির্মাণের পদক্ষেপসহ একক আঞ্চলিক উন্নয়ন নীতিমালা গঠনের ওপর বৈঠক করবে।

'এশিয়া ও প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চল সংক্রান্ত অর্থনৈতিক ও সামাজিক জরিপ ২০১০'-অনুসারে গত বছর এশিয়া ও প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চল বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী অঞ্চল ছিল। দু' সপ্তাহ আগে এসক্যাপ-এর এ প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়।

২০০৯ সালে ৪ শতাংশ বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার চীন ও ভারতের মাধ্যমে অর্জিত হয় এবং এশিয়া-প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলের অন্যান্য উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের অর্থনীতি ০.০৬ শতাংশ সঙ্কুচিত হয়।

অদুর ভবিষ্যতে এ অঞ্চলের সব দেশের অর্থনীতির উন্নয়নের জন্য প্রতিবেদনে অধিকতর আন্তঃআঞ্চলিক বাণিজ্য এবং দ্রুত এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় ভোক্তা বাজারের গঠনের আহ্বান জানানো হয়।

ইনচেয়নে অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে এসক্যাপের নির্বাহী সচিব নেওলেন হাইজার বলেন," সামাজিক অগ্রগতি ও আমাদের বিশ্বের পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে এশীয়-প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলের বিশ্ব অর্থনীতিতে নেতা হিসেবে আবির্ভূত হবার এটাই সময়।"

" বিশ্ব অর্থনীতিতে পরিবর্তন এ অঞ্চলের জন্য যে হুমকি বয়ে এনেছে গত দুবছরের সংকট তাই প্রমাণ করে। আমরা বিশ্ব মুলধন প্রবাহ এবং খাদ্য ও জ্বালানির মুল্য বৃদ্ধির মত মানব-সৃষ্ট সংকট এবং প্রাকৃতিক সংকট ও বিপর্যয় এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান হুমকির মুখে অসহায়।"

এই অধিবেশনে এসক্যাপ যে সুপারিশমালা উপস্থাপন করে তার মধ্যে রয়েছে সামাজিক সুরক্ষা শক্তিশালী করা, যথা পুষ্টি, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবা লাভের সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে পারিবারিক আয়ের নিরাপত্তাকে সরাসরি সহায়তা করে এমন ক্ষেত্রে সামাজিক ব্যয় বৃদ্ধি করা।

এ সংস্থা কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধির জন্যও সুপারিশ করে।

এ বৈঠকের ফলাফল নিউ ইয়র্কে সেপ্টেম্বরে ২০১৫ সালের মধ্যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ (এমডিজি) অর্জনের পথে অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য যে শীর্ষ সম্মেলন হবে তার প্রস্তুতিতে অবদান রাখতে পারে। মহাসচিব বান কি মুন সর্বজন সম্মত দারিদ্র বিরোধী লক্ষ্যমাত্রাগুলো অর্জনের পথে অগ্রগতি ত্বরায়িত করতে নতুবা সময়সীমা পেরিয়ে যাবার ঝুঁকি নিতে রাষ্ট্রসমূহের প্রতি আহ্বান জানান।

** ** **